OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 01 - 05
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের গৌড় দেশে শ্রীনিত্যানন্দ

বিশ্বনাথ পাহাড়ী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ
Email ID: biswanathpahari96@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
সংস্কৃতি, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, স্বরূপ, বৈষ্ণব, জাতি ধর্ম, আন্দোলন।

Abstract
অকৈতব প্রেমকে অবলম্বন করেই ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে একাত্ম করে তিনি এক বিশেষ সামাজিক ধর্মীয় সাম্যবাদ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ সকলকে দিয়েছিলেন একটি বীজমন্ত্র, তা হল ভালোবাসার। এই প্রবাহে মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতিতে নিত্যানন্দের দধি-চিঁড়া মহোৎসব ধর্মান্দোলন ক্রমশ গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এবং এই গণ-আন্দোলনই পরবর্তী কালে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজ রোপণ করেছিল।

Discussion

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবকাল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায়। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই মধ্যযুগে বাঙালির জাতীয় জীবনে নবযুগের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে এই চৈতন্য সংস্কৃতি মুহ্যমান বাঙালিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত আন্দোলন ধর্মভিত্তিক হলেও এর ব্যাপক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল। সে কারণেই বাঙালির দীর্ঘকালীন মুর্ছাভঙ্গ ও নবচেতনা সঞ্চারের কাল হিসেবে এই পর্যায়কে অভিহিত করা চলে। বাঙালি সংস্কৃতির দু'টি ধারার যে মিলন ঘটেছিল, এখানে তা কোমল ও ললিত ভাবধারায় সঞ্জীবিত হয়। প্রেম ও ভক্তির ভাবরস প্রবাহে বাঙালি নিজের মুক্তিমন্ত্র শুনতে পায়। অন্যদিকে, রাজশক্তি হারিয়ে বাঙালি যে হীনমন্যতায় ভুগছিল, সে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও, ভাবের দিক থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু বাঙালিকে উদ্ধার করেন। আর এই কারণেই চৈতন্য প্রবর্তিত এই ধর্ম আন্দোলন একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বটে। এই আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি তার আত্মসম্মান ফিরে পায়। পরাজিতের মনোভাব থেকে মুক্তি আর চিত্তের গভীর ভাবপ্রবণতায় নতুন মূল্যবোধের অনুসন্ধান বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নবদ্বীপের প্রেম সাধক শ্রীচৈতন্য ও বীরভূমের একচাকার তন্ত্রবেদান্ত দীক্ষিত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের মিলন আশ্চর্যজনক হলেও যুগের প্রয়োজনেই। নিত্যানন্দের জীবনধারা প্রমাণ করে ভাবযোগী শ্রীচৈতন্যের তুলনায় তিনি অনেক অংশে বাস্তববাদী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁকে আপামর জনসাধারণ, নর-নারীর বোধের সীমানাই এনেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যের মত বন্ধনমুক্ত ভাববাদী সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মপ্রচারের ব্যবহার দিকটি অবহেলিত ছিল। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা এবং প্রায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের ১৮ বছর দিব্য ভাবের মধ্যেই কেটেছিল। এর প্রেক্ষিতেই প্রয়োজন হয়েছিল ভক্তরূপ চৈতন্যের আদর্শ প্রচারের কর্মবীর নিত্যানন্দকে। বাস্তববাদী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ভক্ত স্বরূপ নিত্যানন্দ তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভক্তিরসদীপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডল। মহান্ত গোস্বামীদের সাধনপীঠ, বৈষ্ণবীয় সংকীর্তন, সাধনবিধি ও মোচ্ছব। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন নিত্যানন্দ। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রয়াসে। আসলে চৈতন্যদেবের মত প্রেমের উচ্চ সাধকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ তেমন ছিল না, কেননা তিনি এক উচ্চ সমাজে বাস করছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত হওয়ার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নীলাচলে চলে যান। যাওয়ার আগের কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী নির্মাণ করেছিলেন। যে গোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন মুখ্য এবং তাঁর পার্ষদরা ছিলেন গৌণ। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাওয়ার পর গৌড় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ভার পরেছিল নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের ওপর। নিত্যানন্দ পেরেছিলেন নবদ্বীপ তথা বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে। নিত্যানন্দের গুরু ছিলেন, কৃষ্ণ অবতার শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু তিনি গৌড় বাংলায় চৈতন্যদেবের নাম সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতে করতে নিজেই সাধারণ মানুষের কাছে গুরু বা নেতা হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই নবদ্বীপ তথা বাংলায় নিত্যানন্দের জয়গান করা হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাসও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে গুরু নিত্যানন্দের জয়গান গেয়েছেন। তাই কবি বৃন্দাবন দাস বলছেন—

> "চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
> চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে।।
> নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
> নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভক্ত তত্ত্ব জানি।।
> সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।
> সভে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্ত পদ পায়।।"[১]

চৈতন্যভাগবতের শেষ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। নিত্যানন্দ মহিমা, নিত্যানন্দ তত্ত্ব, এখানে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে নিত্যানন্দের তত্ত্ব বিবৃতি করেছেন। এই জন্যই চৈতন্যদেব কর্তৃক নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রেরণ। নিত্যানন্দের পানিহাটিতে আগমন ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ। রাঘব গৃহে নিত্যানন্দের প্রেম বৃষ্টি, নিত্যানন্দ ও তার পার্ষদগণের অলংকার ধারণ, এবং গ্রামে গ্রামে স্বপার্ষদ নিত্যানন্দের ভ্রমণ ও কীর্তন, এবং শিশুদেরও প্রেম দান। নিত্যানন্দ নিজের দণ্ড ভেঙ্গে পরে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের দণ্ড ভেঙে চৈতন্যদেবকে একক পরমাত্মা রূপে ভজনা করেছিলেন। অদ্বৈত গৃহে নিত্যানন্দের আগমন, অদ্বৈতের নিত্যানন্দ স্তুতি, নিত্যানন্দের বেশভূষা, নিত্যানন্দ কর্তৃক চোর দস্যুদের উদ্ধার, এইসব নিত্যানন্দের লীলা। তাঁর দ্বারাই চালিত হয় চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ ভজনা করতেন, কৃষ্ণ অন্বেষণ করতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রথম চৈতন্যদেবকে ভগবান কৃষ্ণের জায়গায় বসিয়ে জনগণকে গৌর ভজনা করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সমাজে অলৌকিক লীলা বন্ধ করে লৌকিক চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করেছিলেন। এই জন্যই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে পাঠিয়েছিলেন, প্রেম দান করে মূর্খ, নীচ, পতিতাদের উদ্ধার করার জন্য।

> "মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যতজন।
> ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবারে মোচন।।
> আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
> চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে।।"[২]

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কথাকে কেন্দ্র করে ভক্ত কবিরা যে সব কাব্য রচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য নামে পরিচিত। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীলোচনদাস এর চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, জয়ানন্দ এর চৈতন্যমঙ্গল ও চূড়ামণি দাস এর গৌরাঙ্গবিজয়। গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় রক্ত মাংসে গড়া বাস্তব মানুষ দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁদের কর্মের জন্য সাধারণ মানুষ তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতে শুরু করেছিলেন। এঁরা হলেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের মূর্তি তৈরী করে প্রজা প্রচার করেন। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার আরম্ভ হইবার পরেও মহাপ্রভু আঠারো বৎসর নীলাচলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের প্রচার ও তাহার ফল মহাপ্রভুর জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ।

তিনি মাস বৈ নিত্যানন্দ গৌড় গেলা
ঘরে ঘরে সংকীর্তণ পাতিলেক খেলা।।
নিত্যানন্দ কহিলেন ভাস্কর দাস।
ঘরে ঘরে শ্রীমূর্ত্তি দেহ গৌড় দেশে।।

প্রচারের সাফল্যের জন্য নিত্যানন্দ প্রভুই রাঢে ও গৌড়ে মহাপ্রভুর মূর্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে পূজা করিবার আদেশ দেন ও ব্যবস্থা করেন। ইহা মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ প্রভু করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধারণের মধ্যে যে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি পূজার প্রচলন অদ্যাপি আছে। প্রচারব্যপদেশে এই প্রথার প্রবর্তক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু। খেতুরীর মহোৎসব ইহার অনেক পরের ঘটনা।"[৩]

নিত্যানন্দ নিজের সন্ন্যাসী বেশ পরিত্যাগ করে অবধৌত সর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে প্রচারে বেরিয়েছিলেন। জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থের বিজয়খণ্ড এ বলেছেন—

"মহামল্ল বেশ ধরে অবধূত রায়ে।
রুণু-ঝুণু কনক নূপুর বাজে পায়ে।।
সুবর্ণ বৈদূর্য্য বিদ্রুম মুক্তাদাম।
ত্রৈলোক্যসুন্দর রূপ দেখি অনুপাম।।
... ...
নানাফুলে বিরচিত গলে দিব্য মালা।
ধরণি আন্দোলে যেন রহি রহি লোলে।।
গ্রামে গ্রামে নগরে সেবক প্রতিঘরে।
চৈতন্য আনন্দে নিত্যানন্দ নৃত্য করে।।"[৪]

সপ্তগ্রামের বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি রঘুনাথ গোস্বামী; যিনি পানিহাটি দধি চিড়া মহোৎসব খরচ বহন করেছিলেন। কবি জয়ানন্দ তার চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের উত্তরখণ্ডের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এই দধি-চিঁড়া মহোৎসব নিত্যানন্দের মহা-মহোৎসব। তিনি বলেছিলেন আমি জাত-পাতের বেড়া ভেঙে দেবো। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাই একসঙ্গে খাবে। তুমি তাদের খাওয়ার ভার বহন করবে।

"দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে।।
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।।
চিড়া দধি দুগ্ধ সদেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন।।"[৫]

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে এই দধি চিড়ামহোৎসব একটি বিপ্লব। এই রকম বিপ্লব আর হয়নি। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বাংলায় ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঢাকা সমাজে নিত্যানন্দ তাঁর কাজের মাধ্যমে বিপ্লব করেছিলেন। কলিযুগের যুগবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ এই ধরাধামে অনেক দিব্যলীলার দ্বারা বদ্ধ জীবদের ভগবৎ প্রেম ও ভক্তি দান করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। সেরকমই একটি লীলা হল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটি চিড়া-দধি মহোৎসব। আর যাকে ঘিরে এই আনন্দ। তিনি হলেন ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামী। ধনশালী জমিদার পিতার একমাত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 05
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রঘুনাথ এইসব ঐশ্বর্য ও বিষয় এর প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি পত্নীকে ত্যাগ করে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন গঙ্গার তটে এক বটবৃক্ষের তলে বেদীর উপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন কোটি কোটি সূর্যের মতো জ্যোর্তিময়। তাঁকে পরিবেষ্টন করে বহু ভক্ত বসে আছেন। দূর থেকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে পড়ে রইলেন। কোনো ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, রঘুনাথ আপনাকে প্রণতি নিবেদন করছেন। সে কথা শুনে নিত্যানন্দ প্রভু স্নেহ বিগলিত ভাবে রঘুনাথ দাস প্রভুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, – রঘুনাথ তুই এতদিন চোরের মতন পালিয়ে থেকে অবশেষে আজ আমাকে দর্শন দিলি। দাঁড়া আজ তোকে আমি দণ্ড দেব। ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিতানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন। করুণাময় নিত্যানন্দ অভয়চরণ তার শিরে ধারণ করলেন। সহাস্য বদনে শ্রীনিতানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন— 'তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়া-দধি ভোজন করাও। এ তোমার দণ্ড'। একথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই চিড়া-দধি মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে চিড়া-দধি আনতে লাগলেন। উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ চিড়া দই পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর উপবেশন করলেন। তখন তার সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাতটা মৃৎকুণ্ডিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারিপার্শ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দদাস, গদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনঞ্জয়, শ্রীজগদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস, হোড়কৃষ্ণ দাস ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ উপবেশন করলেন। নীচে বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যগণ। গঙ্গাতটে স্থান না পেয়ে কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিড়া-দই নিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের সাথে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন যার মধ্যে রাখাল চন্দ্র, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), মহেন্দ্র নাথ দত্ত এবং অন্যান্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন—

> "শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। ... শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া বলিলেন— 'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব'।"[৬]

ঠাকুর পানিহাটিতে যেতেন শুধুমাত্র রঘুনাথকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আর নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এ যুগের বরেণ্য সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর মধ্যযুগের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব হলেন নিত্যানন্দ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বুকভরা প্রেম নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন কলি যুগের কীর্তন কেমন করতে হবে।

> "শুনি শুনি নিত্যানন্দ গোঁসাই হাসি হাসি কহে।
> কাঠিন্য কীর্ত্তন কলিযুগ ধর্ম্ম নহে।।"[৭]

সমাজ সংস্করণ নিত্যানন্দের বিপ্লব হল পাণিহাটি গ্রামে চিঁড়ামহোৎসব। ঐ মহোৎসবে তৎকালীন যাবতীয় সামাজিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ছত্রিশ জাতকে একসঙ্গে বসিয়েছিলেন। এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়ে তথাকথিত নিপীড়িত মানুষদের স্বর্গীয় সুখ দিয়েছিলেন। গঙ্গার তীরে বটবৃক্ষের নীচে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে নিত্যানন্দ সেদিন সামাজিক সাম্যবাদের বীজ রোপণ করেছিলেন। এই আয়োজিত মহোৎসব মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঐতিহাসিক চিঁড়ামহোৎসব তথা দণ্ড মহোৎসব পংক্তিভোজনের ফলে হিন্দু সমাজের বুক থেকে জাতিভেদ নামক বিষবৃক্ষের গোড়াটি একচুল হলেও মাটি থেকে আলগা হয়েছিল। সেই অর্থেই নিত্যানন্দ বৈষ্ণব সমাজে অমৃতের বার্তাবাহক রূপেও চিহ্নিত হয়ে আছেন।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি-১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃ. ১৮৬

২. তত্রৈব, পৃ. ৫১
৩. রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, বাংলা চরত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, অরুণা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-০৯, জুলাই ২০১৫, পৃ. ২৫২
৪. মজুমদার, বিমানবিহারী এবং মুখোপাধ্যায় সুখময়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট কোলকাতা - ১৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬, পৃ. ২২৪
৫. সেন, সুকুমার, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, প্রকাশকাল ১৯৮২, পৃ. ২৬২
৬. নাথ, রাধাগোবিন্দ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্যলীলা), পঞ্চম খণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কোলকাতা- ০৯, প্রকাশ কাল ১৮৮৮, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬
৭. মজুমদার, বিমানবিহারী এবং মুখোপাধ্যায় সুখময়, পূর্বোক্ত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ২৩২

Bibliography:

সেন, সুকুমার, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০০০১, প্রকাশকাল - ১৯৮২
মজুমদার, শ্রীবিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণী, কোলকাতা - ০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৬
ঘোষ, শিশিরকুমার, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা - ০১, প্রকাশকাল – ২০১৮